বাগোয়ান মাধ্যমিক বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির সভাপতিকে ফুলেল শুভেচ্ছা

মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান মাধ্যমিক বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি নাসিম সুলতান সোহেল ও সদস্য সামসুল আলমকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানিয়েছেন স্কুলের শিক্ষকবৃন্দ।

মঙ্গলবার বেলা সাড়ে বারোটার দিকে শিক্ষক ও বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের নিয়ে এ শুভেচ্ছা জানানো হয়।

শুভেচ্ছা প্রদানের পর প্রধান শিক্ষকের কার্যালয়ে ২০২৫ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থীদের মধ্যে গোল্ডেন এ+ পাওয়া দুইজন কৃতী শিক্ষার্থীকে বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির সভাপতির পক্ষ থেকে সংবর্ধনা ও সম্মাননা হিসেবে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাগোয়ান মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক কামরুজ্জামান। এ সময় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাফিজুর রহমান, আরিফুল ইসলামসহ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে নবনির্বাচিত ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি নাসিম সুলতান সোহেল শিক্ষার্থীদের ভালোভাবে লেখাপড়া করে বিদ্যালয়ের সুনাম বৃদ্ধিতে অবদান রাখার জন্য বিভিন্ন দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

মেহেরপুর সদর উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি ফয়েজ, সাধারণ সম্পাদক

সাইদুল

আনন্দঘন পরিবেশে সম্পন্ন হয়েছে মেহেরপুর সদর উপজেলা ও পৌর বিএনপি’র দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল।

নির্বাচনে ফয়েজ মোহাম্মদ সভাপতি, সাইদুল ইসলাম সাধারণ সম্পাদক এবং সোহরাব হোসেন সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। মোট ৪৯৭ জন ভোটারের মধ্যে ৪৭৬ জন ভোট প্রদান করেন।

সভাপতি পদে তিনজন প্রার্থী অংশ নেন। আনারস প্রতীকের প্রার্থী ফয়েজ মোহাম্মদ ২৪৪ ভোট পেয়ে বিজয়ী হন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছাতা প্রতীকের লিয়াকত আলী পান ২২৪ ভোট।

সাধারণ সম্পাদক পদে সাইদুল ইসলাম ২৫৪ ভোট পেয়ে জয়ী হন, যেখানে তার প্রতিদ্বন্দ্বী ওমর ফারুক লিটন পান ২১২ ভোট। সাংগঠনিক সম্পাদক পদে সোহরাব হোসেন ২৯৮ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন এবং আব্দুল হামিদ খান পান ২৫২ ভোট।

মেহেরপুর পৌর বিএনপি’র নতুন সভাপতি লতিফ, সাধারণ সম্পাদক মনা

উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হলো মেহেরপুর সদর ও পৌর বিএনপির দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল। গতকাল শনিবার সকালে জাতীয় ও দলিয় পতাকা উত্তোলন ও শান্তির প্রতিক কবুতর উড়িয়ে মেহেরপুর সরকারি কলেজ মাঠে সদর উপজেলা ও পৌর বিএনপি’র দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধন করা হয়। পরে সন্ধ্যায় নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করা হয়।

মেহেরপুর পৌর বিএনপি’র কাউন্সিলে সভাপতি আব্দুল লতিফ, এহান উদ্দিন মনা সাধারণ সম্পাদক এবং আবু ইউসুব মিরন ও মীর জাহাঙ্গীর হোসেন সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। ৬৩৯ জন ভোটারের মধ্যে ৫৯৫ জন ভোটার তাদের ভোটাধিকার ব্যবহার করেন।

সভাপতি পদে দুই প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন, যেখানে আব্দুল লতিফ (চেয়ার প্রতীক) ৩৯৫ ভোট পেয়ে সভাপতি নির্বাচিত হন। তার প্রতিদ্বন্দ্বী কাজী মিজান মেনন (আনারস প্রতীক) ১৯৬ ভোট পান এবং এহান উদ্দিন মনা ২৭০ ভোটে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। তার নিকটতম প্রার্থী বখতিয়ার হোসেন ১৪৪ ভোট পান। ১৭ ভোট বাতিল হয়।

পৌর বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক পদে আবু ইউসুফ মিরন ও মীর জাহাঙ্গীর হোসেন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন।

গাংনীতে বিএনপির সম্মেলন ঘিরে নেতাকর্মীদের মধ্যে প্রাণচাঞ্চল্য

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপির কমিটি গঠণ নিয়ে চলছে চুলচেরা বিশ্লেষণ।

উপজেলা বিএনপির দুটি ইউনিটের কাউন্সিল উপলক্ষে ইতোমধ্যে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদের প্রার্থীদের বিগত দিনের রাজনৈতিক কর্মকান্ড, প্রজ্ঞা, কর্মী বান্ধব ও ক্লিন ইমেজের প্রার্থীদের বাছ্ইায়ের চিন্তা করছে। সেক্ষেত্রে প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতার বিষয়টিও মাথায় নিচ্ছেন বলে জানান কাউন্সিলররা। এক্ষেত্রে কেন্দ্রের নির্দেশনাও মেনে কমিটির নেতৃত্বে এগিয়ে আনার কথা জানান তারা। একটি সূত্র বলেছে, যেসব রাজনৈতিক নেতাকর্মী বিগত পতিত সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগ্রাম রাজপথে ছিল ও তাদের ক্লিন ইমেজ রয়েছে এমন প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ইতিবাচক হিসেবে দেখছে।

তবে, ইতোমধ্যে গাংনী উপজেলা বিএনপির কমিটিতে জেলা বিএনপির সদস্য একাধিকবার রাইপুর ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত সাবেক চেয়ারম্যান আলফাজ উদ্দীন কালু ও জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদের একাধিকবার নির্বাচিত চেয়ারম্যান আব্দুল আওয়াল প্রাথমিকভাবে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। তবে,

সাংগাঠনিক ২ টি পদেও বিপরীতে প্রার্থী হয়েছেন, গাংনী উপজেলা কৃষকদলের সাবেক সভাপতি ও ধানখোলা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আখেরুজ্জামান, জেলা ছাত্রদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক, জেলা যুবদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আব্দাল হক, উপজেলা বিএনপি নেতা মুঞ্জুর হোসেন টফি, ষোলটাকা ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম ও বিএনপি নেতা আব্দুল ওহাব বুলবুল।

এদিকে, গাংনী পৌর বিএনপির কমিটির সভাপতি পদের বিপরীতে প্রার্থী হয়েছেন, জেলা যুবদলের সাবেক আহবায়ক মনিরুজ্জামান গাড্ডু, গাংনী পৌর সভার সাবেক কমিশনার বিএনপি নেতা আতিয়ার রহমান, গাংনী পৌর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মকবুল হোসেন মেঘলা, বহুল আলোচিত ও সমালোচিত ব্যবসায়ী জিয়াউর রহমান। এছাড়া পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক পদে প্রার্থী হয়েছেন বিএনপি নেতা ও সাবেক কমিশনার আব্দুল্লাহিল মারুফ পলাশ ও গাংনী পৌর যুবদলের সাবেক সভাপতি সাবেক কমিশনার সাইদুল ইসলাম।

এছাড়া, সাংগাঠনিক সম্পাদক পদের প্রার্থী হয়েছেন গাংনী পৌর যুবদলের সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক কামিশনার এনামুল হক, বিএনপি নেতা ইমন হোসেন, সোহেল হোসেন সোহাগ ও এডাম সুমন।

এদিকে সাবেক মেয়র আহমেদ আলীর সাথে সখ্যতা ও তার নির্বাচনে সরাসরি মাঠে ময়দানে কাজ করার অভিযোগে গাংনী পৌর বিএনপির ৯ টি ইউনিটের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ইতোমধ্যে আলোচিত ব্যবসায়ী জিয়াউর রহমানের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন। এ কারণে, জিয়াউর রহমানকে ৬ নং ওয়ার্ড বিএনপির কমিটি থেকে প্রাথমিক সদস্য পদ স্থগিত করেছে জেলা বিএনপি। এছাড়া পৌর বিএনপির সাংগাঠনিক পদের প্রার্থী সোহেল হোসেন সোহাগ ও ইমন হোসেনের প্রার্থীতাও স্থগিত রেখেছে বলে দলীয় সূত্র জানিয়েছে।

দলীয় সূত্র জানিয়েছে, যাদের বিরুদ্ধে অতীতে পতিত স্বৈরাচার সরকারের সাথে সখ্যতা ছিল। তাদের বিরুদ্ধে কেন্দ্রে অভিযোগ দিয়েছে। কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত মোতাবেক তাদের প্রার্থীতা স্থগিত করা হয়েছে।

উল্লেখ্য দীর্ঘ ১৫ বছর পর গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপির কাউন্সিল আগামি ৮ আগষ্ট অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।

মেহেরপুরের ছাত্র শিবিরের নতুন সভাপতি সালাম, সেক্রেটারি সাইদুর

ইসলামী ছাত্র শিবির সারাদেশে ষান্মাসিক সেশনের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন স্থানে নতুন কমিটি ঘোষণা করছে।

সেই ধারাবাহিকতায় আজ শুক্রবার বেলা ১১টায় মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ে এক জরুরি সদস্য সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সদ্য বিদায়ী জেলা সভাপতি মু. সাখাওয়াত হোসেন।

২০২৫ সালের চলমান (ষান্মাসিক) সাংগঠনিক সেশনের বাকি সময়ের জন্য মেহেরপুর জেলা শাখার নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়। এতে সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পান আব্দুস সালাম (সাবেক সেক্রেটারি) এবং সেক্রেটারি হিসেবে মনোনীত হন মু. সাইদুর ইসলাম (সাবেক অফিস সম্পাদক)।

কেন্দ্রীয় সভাপতির প্রতিনিধি হিসেবে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ইসলামী ছাত্র শিবিরের কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সদস্য ও কেন্দ্রীয় ব্যবসায় শিক্ষা সম্পাদক মু. গোলাম জাকারিয়া। তিনি কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের আলোকে আব্দুস সালামকে সভাপতি হিসেবে নাম ঘোষণা করেন এবং তাঁকে সাংবিধানিক শপথ পাঠ করান। পরে নবনির্বাচিত সভাপতির পরামর্শক্রমে মো. সাইদুর ইসলামকে সেক্রেটারি হিসেবে মনোনয়ন দেওয়া হয়।

সমাবেশে আরও উপস্থিত ছিলেন, সাবেক জেলা সভাপতি সোহেল রানা ডলার, ইকবাল হোসাইনসহ অন্যান্য জেলা নেতৃবৃন্দ। অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী ও জেলা জামায়াতের আমির মাওলানা তাজ উদ্দিন খান।

অনুষ্ঠান শেষে অতিথির বক্তব্য, দোয়া ও মুনাজাতের মাধ্যমে সমাবেশের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

ফয়েজ মোহাম্মদকে উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি করার দাবীতে বিক্ষোভ

মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র যুগ্ম আহ্বায়ক ফয়েজ মোহাম্মদকে সদর উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি করার দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন বিএনপি’র সদর উপজেলার নেতাকর্মীরা।

গতকাল শনিবার বিকালে সদর উপজেলার বিভিন্ন ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন থেকে আসা দলীয় নেতাকর্মীরা মিছিলটি আয়োজন করেন।মিছিলটি মেহেরপুর শহরের কাথুলী রোড এলাকা থেকে শুরু হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সামনে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মাধ্যমে এ অনুষ্ঠান শেষ হয়।

বক্তারা বলেন, “ফয়েজ মোহাম্মদ একজন ত্যাগী, যোগ্য ও পরীক্ষিত নেতা। তাকে সদর উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি হিসেবে দেখতে চায় তৃণমূলের নেতাকর্মীরা।” নেতাকর্মীরা অভিযোগ করেন, বিএনপি’র ভেতরে একটি মহল ষড়যন্ত্র করে ত্যাগী নেতাদের দূরে রাখার অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। এই ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে তীব্র হুঁশিয়ারি দিয়ে তারা বলেন, দলের ভেতরে অনৈক্য সৃষ্টি করা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া হবে না।

সমাবেশে আরও বলা হয়, বিগত ১৭ বছরে বিএনপি’র যেসব নেতাকর্মীরা জেল জুলুম নির্যাতন নিপীড়ন সহ্য করেছে তাদেরকেই দলে মূল্যায়ন করতে হবে। ত্যাগ-তিতিক্ষার ভিত্তিতে নেতৃত্ব নির্বাচিত না হলে দল ক্ষতিগ্রস্ত হবে।” তাই ফয়েজ মোহাম্মদের মতো ত্যাগী নেতাকে আমরা সদর উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি হিসেবে দেখতে চাই, তা না হলে আগামী দিনে আরো বড় কর্মসূচি নিয়ে মাঠে নামার হুশিয়ারি করেন নেতাকর্মীরা।

জেলা জিয়ামঞ্চের সদস্য সচিব মনিরুল ইসলাম মনি এর সঞ্চালনায় এসময় বক্তব্য রাখেন, জেলা যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক আসাদুল ইসলাম, জেলা যুবদলের সদস্য ডা: খায়রুল ইসলাম, জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি

নাহিদ মাহমুদ সানি, কুতুবপুর ইউনিয়ন বিএনপি’র নেতা শিমুল, মজনুসহ বিভিন্ন ওয়ার্ড ও ইউনিয়নের নেতাকর্মীরা

গাংনীতে ওয়ার্ড যুবলীগের সভাপতি গ্রেফতার

গাংনী থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে দ্রুত বিচার আইনে দায়ের করা মামলার সন্দিগ্ধ আসামি ওয়ার্ড যুবলীগের সভাপতি আব্দুল আলীম (৪৫) কে গ্রেফতার করেছে।

আব্দুল আলীম গাংনী উপজেলার জুগিন্দা গ্রামের মৃতু হানিফ আলীর ছেলে। সে ধানখোলা ইউনিয়ন যুবলীগের ২ নং ওয়ার্ডের (জুগিন্দা গ্রামের) সভাপতি।

গতকাল শনিবার দিবাগত রাতে গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করেন।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, আব্দুল আলীম গাংনী থানায় দ্রুত বিচার আইনে দায়ের করা মামলা নং ১৭, তারিখ ১৪/০৪/২৫ এর সন্দিগ্ধ আসামি।

আজ রবিবার দুপুরে গ্রেফতারকৃত আব্দুল আলীমকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে স্থানীয়রা জানান, বিগত আওয়ামীলীগ সরকারের আমলে এলাকার বিএনপি ও জামায়াতের নেতাকর্মীদের বিভিন্নভাবে হয়রানি, হামলা, মামলা করে ত্রাস সৃষ্টি করেছিল।

মেহেরপুর সদর ইটভাঙা মালিক সমিতির নির্বাচন সম্পন্ন

মেহেরপুর সদর উপজেলা ইটভাঙা মালিক সমিতির দ্বিবার্ষিক নির্বাচন শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শনিবার সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে সমিতির কার্যালয়ে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়।

নির্বাচনে ৯টি পদে মোট ১৮ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ১৯৪ জন ভোটারের মধ্যে ১৯১ জন তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন, যা উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি।

সভাপতি পদে শামিমুল ইসলাম লিজন (প্রতীক: ছাতা) ১০৯ ভোট পেয়ে বিজয়ী হন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বাবলু ইসলাম (প্রতীক: গরুরগাড়ি) পান ৭৩ ভোট। সহ-সভাপতি পদে মহিদুল ইসলাম (চেয়ার) ৯৮ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন, তার প্রতিদ্বন্দ্বী সালিকুল রহমান (আনারস) পেয়েছেন ৮০ ভোট।

সাধারণ সম্পাদক পদে মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন (দোয়াত-কলম) ৮৯ ভোট পেয়ে ২ ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করেন। তার প্রতিদ্বন্দ্বী রাকিবুল ইসলাম সজল (ফুটবল) পেয়েছেন ৮৭ ভোট।

অন্যান্য বিজয়ীরা হলেন সহ-সম্পাদক: সেন্টু (বই) ১০৪ ভোট, সাংগঠনিক সম্পাদক: সোহরাব আলী (সাইকেল) ৯৭ ভোট, কোষাধ্যক্ষ: জাকারিয়া জামু (মই) ১২০ ভোট, প্রচার সম্পাদক: আলমগীর হোসেন (মোরগ) ১০৮ ভোট। নির্বাহী সদস্য পদে শিমুল (টিউবওয়েল) ১০৭ ভোট এবং রবিউল ইসলাম জাম্বু (কবুতর) ৯৬ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন।

নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন, মেহেরপুর জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি আহসান হাবিব সোনা। সহকারী নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন সাখাওয়াত হোসেন সবুজ ও কুতুব উদ্দিন বাবু। এছাড়া নির্বাচনী কার্যক্রমে সহায়তা করেন আহ্বায়ক খোরশেদ আলম লাভলু, যুগ্ম আহ্বায়ক বেলাল হোসেন, সদস্য ইসমাইল হোসেন, মোজাফফর হোসেন ও সাফায়েত হোসেন।

নির্বাচন শেষে ফলাফল ঘোষণার পর বিজয়ী প্রার্থীদের সমর্থকরা আনন্দ মিছিল করেন এবং নবনির্বাচিত নেতৃবৃন্দ সমিতির কার্যক্রমে

গতিশীলতা ও সদস্যদের কল্যাণে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

সভাপতি সাইফুল ও সাধারণ সম্পাদক আবু সাঈদ নিবার্চিত

চুয়াডাঙ্গা আন্তঃ জেলা ট্রাক ও ট্যাংকলরী দর্শনা শাখার শ্রমিক ইউনিয়নের ত্রি-বার্ষিক নির্বাচন সম্পূর্ণ হয়েছে। এ নির্বাচনে সাইফুল ইসলাম সভাপতি ও আবু সাঈদ সাধারণ সম্পাদক নিবার্চিত হয়েছে।

গতকাল বুধবার চুয়াডাঙ্গা আন্তঃ জেলা ট্রাক ও ট্যাংকলরী দর্শনা শাখার শ্রমিক ইউনিয়নের ত্রি-বার্ষিক নির্বাচন শান্তিপূর্ণ উৎসবমুখোর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে। নিবার্চনকে ঘিরে দর্শনা শহর ছিলো নিবার্চনী উৎসবমুখোর। ১৩টি পদের অনুকুলে ২৭৫ জন ভোটারের মধ্যে ২৬১টি জন ভোটার বিভিন্ন পদে তাদের ভোট প্রদান করেন। বাকি ১৭ জন ভোটার বাইরে থাকার কারণে ভোট দেওয়া থেকে বিরত ছিলেন। ২২ জন প্রার্থীকে ২৬১ জন ভোটার তাদের ভোট দিয়ে সভাপতি পদে সাইফুল ইসলাম (বাই-সাইকেল) মার্কায় ১৩৭ ভোট পেয়ে নিবার্চিত হয়েছে। তার নিকটতম প্রার্থী ইসরাইল হোসেন (হাঁতুড়ি) মার্কায় ৮৬ ভোট পেয়েছেন। সহ-সভাপতি পদে ৩ জন প্রার্থীর মধ্যে মধ্যে হুমায়ন কবীর (মাছ) মাকার্য় ১৪৭ ভোট পেয়ে এবং মোশারেফ জোয়াদ্দার্র (হাতি) মার্কায় ১৩১ ভোট পেয়ে নিবার্চিত হয়েছে। তাদের নিকটতম প্রার্থী কাজল আহম্মেদ আব্বাস ৮৫ ভোট পেয়েছে।

সাধারণ সম্পাদক পদে ভোট যুদ্ধে অংশ নিয়ে আবু সাঈদ (ট্রাক) মার্কায় ১১৫ ভোট পেয়ে নিবার্চিত হয়েছে। তার নিকটতম প্রার্থী মুজিবুল আলম (কুঁড়েঘর) মার্কায় ৬৬ ভোট পেয়েছে ।

যুগ্ম সম্পাদক পদে ২ প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এর মধ্যে ইকবাল হোসেন শিপন দোয়াত কলম) মার্কায় ১৭৯ সবর্বচ ১৭৯ ভোট পেযৈ নিবার্চিত হয়েছে। তার নিকটতম প্রাথী আবু সাঈদ (রিক্র) মার্কায় ৪৪ ভোট পেয়েছে। সহ-সম্পাদক পদে ২জন প্রার্থীর মধ্যে মোঃ আসলাম (ফুটবল) মার্কায় ১৫৮ ভোট পেয়ে নিবাচিত হয়েছে। তার নিকটতম প্রার্থী আনারুল ইসলাম (মই) মাকার্য় ৫৯ ভোট পেয়েছে।

সাংগঠনিক সম্পাদক পদে ২ জন প্রার্থীর মধ্যে আব্দুল জলিল (গোলাপফুল) মার্কায় ১৬৬ ভোট পেয়ে নিবার্চিত হয়েছে। অপর প্রার্থী ফিরোজ আলী (মোটর সাইকেল) মাকার্য় ৬৩ ভোট পেয়েছে। প্রচার সম্পাদক পদে ১ জন সানোয়ার হোসেন (মাইক) মার্কায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী হয়েছে। কোষাধ্যক্ষ পদে ২জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন্, এর মধ্যে শ্রী পার্থ প্রতিম শিকদার (মোবাইল) মার্কায় ১৭২ ভোট পেয়ে নিবার্চিত হয়েছে। তার নিকটতম প্রার্থী ফেরদৌস হোসেন (কলস) মার্কায় ৫৪ ভোট পেয়েছে।

এছাড়া কার্যকরী সদস্য পদে কোন প্রতিদ্বন্দ্বি না থাকায় ৪ জন কার্যকরী সদস্য পদে শাহিন আলম (রকি) (মোরগ), সাহেব আলী (হুইলরেঞ্জ), জীবন হোসেন (টুপি) ও নাজমুল হোসেন (টিউবয়েল) মার্কা নিয়ে ভোটে অংশ নিয়ে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী হয়েছে বলে জানান, নিবার্চন পরিচালনা কমিটির প্রধান আনোয়ার হোসেন।

এছাড়া নিবার্চন পরিচালনা কমিটির প্রধান আনোয়ার হোসেন বলেন, আমি আমার নিবার্চন পরিচালনা কমিটির দুইজন সদস্য হাজী লিটন ও আব্দুল লতিফকে সাথে নিয়ে উৎসব মুখোর শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নিবার্চন সম্পূর্ণ হয়েছে।

এছাড়া সুষ্ঠ পরিবেশে ভোটাররা তাদের ভোট প্রদান করেছেন। আমি অত্যান্ত খুশি ও আনন্দিত। ট্রাক ও ট্যাংকলরী দর্শনা শাখার শ্রমিক ইউনিয়নের সকল শ্রমিক আমার নিবার্চন পরিচালনায় সহযোগিতা করায় তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানায়।

জীবননগরের কৃতি সন্তান মাহমুদ হাসান খান বাবু বিজিএমইএ সভাপতি হওয়ায় শুভেচ্ছা

চুয়াডাঙ্গা জেলার কৃতি সন্তান ও জেলা বিএনপির সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবু বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিজিএমইএ) এর সভাপতি নির্বাচিত

হওয়ায় জীবননগর উপজেলা বিএনপি, যুবদল, ছাত্রদল এবং জীবননগর প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে তাকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানানো হয়েছে।

জীবননগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আনোয়ার হোসেন খান খোকন, উপজেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক ময়েন উদ্দিন মঈন, যুবদলের সদস্যসচিব কামরুজ্জামান, পৌর যুবদলের আহ্বায়ক হযরত আলী, সদস্যসচিব মনির হোসেন, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আনোয়ার হোসেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি সুজন খন্দকার, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক হেজবুল্লাহ, জীবননগর উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক জিল্লুর রহমান ও সদস্যসচিব মকছেদুর রহমান রিমন হোসেন যৌথভাবে এক বার্তায় এ শুভেচ্ছা জানান।

এছাড়া, জীবননগর প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকেও মাহমুদ হাসান খান বাবুকে অভিনন্দন জানানো হয়েছে। প্রেস ক্লাবের সভাপতি এম. আর. বাবু, সাধারণ সম্পাদক কাজী শামসুর রহমান চঞ্চলসহ সকল সদস্য এক বিবৃতিতে তার সাফল্যে গর্ব প্রকাশ করেন এবং তার ভবিষ্যৎ কার্যক্রমে সর্বাঙ্গীণ সফলতা কামনা করেন।